খুলনা সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ প্রশাসনিক শাখা

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯. ০৬. ০০৮. ২২- ১২৮২

তারিখ ১৫/১১/২০২৩খ্রিঃ

বিষয় : সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র ৪র্থ সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় কেসিসি'র মধ্যমেয়াদী (২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থ বছর) কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সোমবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশল পত্র ২০২০-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২য় কোয়ার্টারে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

<u>সভার আলোচ্যসূচি :</u>

(১) খুলনার উন্নয়নে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা।
(২) কেসিসি'র ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুনাগরিকের নিয়মিত কর প্রদানের ভূমিকা।

১৫.১১.২৩
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪৭৬

....

....

....

....

অনুলিপি :

১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সি.এ. টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

D:\Current File\CLCC\Letter-1.Docx

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায়	:	জনাব সানজিদা বেগম, সচিব (অতি:দা:) খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	:	শহিদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	২৭/১১/২০২৩, সোমবার, সকাল ১১-০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম। অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব (অতি:দা:) জনাব সানজিদা বেগম সভা পরিচালনা করেন এবং তিনি বলেন, খুলনার উন্নয়নে নগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কেসিসি কর্তৃক ১৬১ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে ড্রেন/রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। ওয়ার্ড এলাকায় কোন্ রাস্তাটি বা কোন্ ড্রেন বেশি জনগুরুত্বপূর্ণ সেটা ওয়ার্ডের মানুষ তা জানে। তাছাড়া এলাকার ড্রেন দিয়ে পানি সঠিকভাবে নিষ্কাশন হচ্ছে কি না অথবা কোন্ ড্রেনটি পরিষ্কার করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারাই ভাল জানে। এ মুহূর্তে বিশেষ করে খুলনায় ডেঙ্গু প্রকোপ একটু বেশি। তাই খুলনার উন্নয়নে তথা ডেঙ্গু মোকাবেলায় ওয়ার্ড এলাকার নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া কেসিসি'র বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সিটির নাগরিকদের নিয়মিত কর প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণসহ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে মর্মে তিনি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। C4C-2 প্রকল্পের চীফ এ্যাডভাইজার মি: নওকো এনজাই অনলাইনে সভায় সংযুক্ত আছেন মর্মে তিনি সকলকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে উপস্থিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র সকল সদস্যদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি সার্জন, কেসিসি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ডেঙ্গু বাহক এডিস মশার বংশ বিস্তার প্রণালীর সচিত্র বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয় তাদেরকে ডেঙ্গু রোগী হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মাত্র ৩০% ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করা যায়, বাকি ৭০% এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এখানে বিপদজনক অবস্থা হলো এ রোগের জীবানুবাহক এডিস মশা কোন মানুষকে কামড়ালে ইনফেকশন হয়ে সে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবে। অপর পক্ষে যে ৭০% রোগ সনাক্ত করা যায় না, তাদের অনেক সময় জ্বরের লক্ষণ থাকে না এবং রিপোর্ট নেগেটিভও আসতে পারে। তারপরও ঐ মশা দ্বারা অন্য ব্যক্তির কামড়ানোর মধ্য দিয়ে ডেঙ্গুর জীবানু ছড়ায়। তাই আমরা সকলেই ডেঙ্গু ঝুঁকিতে আছি। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩৬০০ প্রজাতির মশা আছে বলে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে। বাংলাদেশে মাত্র দুই প্রজাতির মশা ডেঙ্গু ছড়ায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি হলো এডিস ইজিপ্টি এবং অপরটি এডিস এ্যালবানো পিকটাস। এ মশা দুটি ডেঙ্গু ছাড়াও চিকুনগুনিয়া, জিকা ফিবার, ইয়োলো ফিবারসহ আরো অনেক রোগ ছড়ায়। এ মশার মাধ্যমে ৯৫% জীবানু ছড়ায়। এছাড়াও যদি ব্লাড ট্রান্সমিশন অর্থাৎ একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর রক্ত গ্রহণ করা হয় তবে রক্ত গ্রহীতার ডেঙ্গু হতে পারে। আবার অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অর্থাৎ অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রেও মানুষের মাঝে ডেঙ্গু আক্রান্ত হতে পারে। পুরুষ মশা ফুলের মধু বা ঐ জাতীয় জিনিস খায়, আর মহিলা মশা (এডিস মশা) ডিমের পূর্ণাঙ্গতা আনায়নের জন্য মানুষ বা অন্য প্রাণীর উষ্ণ রক্ত পান করে। তিনি মশার জীবন চক্র তুলে ধরে বলেন, আবদ্ধ পাত্রে বা জমাকৃত পানিতে মশা ডিম পাড়ে, এ মশার ডিম এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং সেখানেই তাদের বংশ বিস্তার হয়। তাই পানি জমে থাকে এমন আবদ্ধ পাত্র যেমন ডাবের খোসা, মাটির বা টিনের কৌটা, বালতি/প্লাস্টিকের পাত্র, বাথরুমের পাইপে ও সেফটিক ট্যাংকে জমে থাকা পানি ইত্যাদি মশার উৎপত্তি স্থল ধ্বংস করতে হবে। এভাবে মশার বংশ বিস্তার রোধ করা যায়। সর্বোপরি আমাদেরকে ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশারির মধ্যে থাকার চেষ্টা করতে হবে, মশার কয়েল ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ডেঙ্গু বাহক এডিস মশাসহ অন্যান্য মশা নিয়ন্ত্রণে তিনি ৭টি পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন, অন্যথায় মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

অপর পাতায়

তাই এ নগরীতে মশার উপদ্রুপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকেও নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

(১) যত্রতত্র বা ড্রেনে ময়লা না ফেলে ডাস্টবিনে বা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলতে হবে।

(২) বাড়ির আশে-পাশে বাগান, ঝোপ-জঙ্গাল পরিষ্কার করতে হবে।

(৩) মশার উৎপত্তি স্থল যেমন মাটির বা টিনের পাত্র , বালতি বা প্লাষ্টিকের পাত্র, ডাবের খোসা, বাথরুমের পাইপে ও সেফটিক ট্যাংকে জমে থাকা পানি, অপেক্ষাকৃত ছোট গর্তে বা নিচু জায়গায় দীর্ঘদিন জমে থাকা পানি ইত্যাদি মশার জন্ম স্থান ধ্বংস করতে হবে।

(৪) এ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মশার কয়েল বা স্প্রে ব্যবহার করা, মশারি টাঙ্গিয়ে ঘুমানো ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাপানীজরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে এত সচেতন যে, নিজেদের বাড়ীর ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে, আশে-পাশের ঝোপ-জঙ্গাল এমনকি বাথরুম/টয়লেট নিজেরাই পরিষ্কার করে তাদের বসবাসের স্থানকে বাসযোগ্য একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগরীতে রূপান্তরিত করেছে। এ বিষয়টিও তিনি মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন।

জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ময়লা-আবর্জনা এবং ঝোপ-জঙ্গাল পরিষ্কার ছাড়াও মশক নিধনে ডিম ধ্বংসের জন্য লার্ভিসাইট 'টেমিবস' ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এডাল্টি সাইড উড়ন্ত মশা ধ্বংস করার জন্য বর্তমানে সাইফার ব্যাকট্রেস এবং ৩০% বার্নেস ওয়েল ও ৭০% ডিজেল মিশ্রিত কালো তেল দিয়ে ফগার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

জনাব নূরুন্নাহার এ্যানি, সহকারি কঞ্জারভেন্সি অফিসার, মশার জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত আকারে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১নং হতে ৩১ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত সকল ওয়ার্ডেই মশক নিধনের জন্য সকালে ও বিকালে মূলত দুই শিফটে মশক নিধনের জন্য কার্যক্রম চলমান আছে। সকালে মশার লার্ভা নিধনের জন্য স্প্রে করা হয় এবং বিকালে উড়ন্ত মশা মারার জন্য ফগার কার্যক্রম চালানো হয়। এর পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডেই ডেঙ্গুসহ চিকুনগুনিয়া রোগের জীবানু বাহক মশক নিধনের জন্য স্প্রে-ম্যানসহ ৮(আট) জনের ৪(চার)টি টিম দ্বারা ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হয়। এছাড়া ৩১টি ওয়ার্ডেই মশার উৎপত্তিস্থল সনাক্ত করে সে স্থানগুলো ধ্বংস করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। খুলনার যে সব খালে কচুরিপানা জমেছে সেগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো বর্জ্য দ্বারা সেগুলো আবার ভরাট হয়ে যায়। মশক নিধনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য লিফলেট বিতরণ, ৭টি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে স্টান্ডবাই মাইকিং করা কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া অপরিস্কার পরিবেশ, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদির কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কেসিসি'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা করেছে। মশক নিধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার নিকট প্রতিদিন রিপোর্ট করতে হয় এবং তারা এ বিষয়ে মনিটরিং করছেন। মশক নিধনের জন্য সরবরাহকৃত পাবলিক হেলথ প্রোডাক্ট ইনটেক্ট ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে গুনগতমান যাচাই করে রোগতত্ব ইনস্টিটিউটে (IEDCR) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই ৮০% সন্তোষজনক গণ্য হলেই ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমেই ওষুধ গ্রহণ করা হয়। আসলে মশা মারার চেয়ে যাতে মশা জন্মাতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। তাই মশার উৎপত্তিস্থল নষ্ট বা ধ্বংস করতে হবে। পাশাপাশি সেফটিক ট্যাংকের আউট লেট পাইপ লাইন ড্রেনের সাথে সংযোগ করা যাবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। কেসিসির ওয়েব সাইটেও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য দেয়া আছে।

অপর পাতায়

জনাব এস,এম, খুরশিদ আহম্মেদ, সম্মানিত মেয়রস প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ বলেন, ওয়ার্ড এলাকায় প্রতিটি বাসায় যেয়ে এ বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ড্রাম দেয়া হয়েছে, সেফটিক ট্যাংকির সাথে ড্রেনের পাইপ কানেকশন দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক পাবলিক তা শোনে না। এ গুলোকে আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক জনগণও মানতে চায় না।

মুক্ত আলোচনায় রূপান্তরের নির্বাহী পরিচালক জনাব স্বপন কুমার গুহ; বাসস, খুলনার ব্যুরো চীফ জনাব এস এম জাহিদ হোসেন; আজকের পত্রিকার ব্যুরো প্রধান জনাব শেখ আবু হাসানসহ অন্যাদের মতামতের ভিত্তিতে সভায় প্রকাশ পায় যে, ওয়ার্ড এলাকায় যে ভ্যানগুলো ময়লা-আবর্জনা কালেকশন করে বিশেষ করে ২৪নং ওয়ার্ডে সপ্তাহে ১/২ দিন বন্ধ রাখে। অন্যান্য স্থানেও সপ্তাহে ৩/৪ দিন বন্ধ রাখে। এতে এলাকায় আবর্জনায় ভরে যায়। তাই এ বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। ওয়ার্ড এলাকার ময়লা-আবর্জনা কিভাবে কালেকশন করবে, কোথায় ফেলবে, যত্রতত্র ময়লা ফেলতে পারবে না। এসব কাজ তদারকি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন ও জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়। এ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, মার্কেটগুলোতে, বিএল কলেজসহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সামনে ছোট ছোট ময়লার ড্রাম দিলে জনগণ তাতে ময়লা ফেলবে। সহজে যাতে জনগণ এ বিষয়ে অবহিত হয় এবং নিয়ম মেনে চলে সেজন্য ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সিএলসিসি'র সভার ২য় আলোচ্য সূচিতে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নগরীর প্রত্যেক বাড়ির নিয়মিত কর প্রদান করতে হবে। তাতে একদিকে নগরবাসীর সেবার মান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সুনাগরিকের সঠিক দায়িত্ব পালিত হবে। এছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা ব্যক্তিকে জরিমানার আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়।

মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনা উন্নয়নে এ শহরের নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে উন্নয়ন প্রকল্প দাখিল করা হলেও খুলনা শহরের কোথায়, কি সমস্যা আছে তা জানা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। শহরের অধিকাংশ রাস্তা-ঘাট, ড্রেন উন্নয়ন করা হয়েছে এবং কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ড্রেনে বা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে বাড়িওয়ালাদের ময়লা ফেলতে হবে। ওয়ার্ড এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে, বাজারগুলোতে, বি.এল কলেজ রোডসহ বিভিন্ন রাস্তায় এবং স্কুল- কলেজের সামনে ময়লা ফেলার জন্য ছোট ছোট ড্রাম দেয়া আছে। প্রয়োজনে আরো ড্রাম দেয়া হবে। ওয়ার্ডের মনিটরিং কমিটি এ বিষয়ে তদারকি করবে এবং পরবর্তীতে যেখানে- সেখানে ময়লা ফেলার জন্য জরিমানার আওতায় আনা হবে। ডেঙ্গুসহ অন্যান্য জীবানুবাহক মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করার জন্য বাড়ির আশে-পাশের ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কারসহ ডাবের খোসা, মাটির বা টিনের পাত্র, বাথরুমের পাইপে জমে থাকা পানি, ছোট ছোট গর্তে জমা পানি অপসারণ করতে হবে। জমে থাকা পানিতে মশা ডিম পাড়ে এবং এক বছর পর্যন্ত ডিম বেঁচে থাকে বিধায় এর উৎপত্তিস্থলগুলো ধ্বংস করতে হবে। এ বিষয়ে নিজেরা সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে মানুষ অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তার মৃত্যুও হতে পারে। তাই রাস্তা-ঘাট, ড্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নসহ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ বিষয়ে সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে খুলনাকে একটি "ক্লিন সিটি' তৈরি করা সম্ভব। এ জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভেটেরিনারি সার্জনের সহায়তায় মশার বংশ বিস্তার রোধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশেষে, কেসিসি'র সেবার মান বৃদ্ধি করতে এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিয়মিত কর প্রদানের জন্য সকল নাগরিকের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

অপর পাতায়

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	খুলনার উন্নয়নে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক বিভাগ
২	যত্রতত্র বা ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত রাখা, নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা এবং ঝোপ-জঙ্গাল পরিষ্কার ইত্যাদি তদারকি করার জন্য "ওয়ার্ড মনিটরিং কমিটি" দায়িত্ব পালন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: বিভাগ
৩	ডেঙ্গুসহ অন্যান্য জীবানু বাহক মশার উৎপত্তিস্থল যেমন-মাটির পাত্র, টিনের বা প্লাস্টিকের কৌটা, ডাবের খোষা ইত্যাদি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া বাথরুমের পাইপে ও সেফটিক ট্যাংকে জমে থাকা পানি এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গা ও ছোট ছোট গর্তে জমা থাকা পানি অপসারণ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: বিভাগ
৪	ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ওয়ার্ড এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, বাজারগুলোতে, বিভিন্ন রাস্তায় এবং স্কুল কলেজের সামনে ছোট ছোট ড্রাম দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: বিভাগ
৫	কেসিসি'র ভেটেরিনারি সার্জনের সহায়তায় কঞ্জারভেন্সি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মশার বিস্তার রোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: বিভাগ, ভেটেরিনারি দপ্তর
৬	কেসিসি'র সেবার মান বৃদ্ধি এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নাগরিকদের নিয়মিত কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৩-১২৮ (২১) তারিখ- ২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব Naoko Anzai, Chief Advisor, "Strengthening Capacity of City Corporations (C4C-2)" Project.
৬। বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৮। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র সদস্য (সকল)।
৯। আই.টি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১০। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১১। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট 'ক'

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সোমবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র ৪র্থ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর :

সভা/কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	তালুকদার আব্দুল খালেক	মাননীয় মেয়র কেসিসি		
2.	এস.এম. রফিউদ্দিন আহমেদ	প্যানেল মেয়র-১ কাউন্সিলর ২৭নং ওয়ার্ড	০১৭২৩৪৪৩৭০৬	27/11/23
৩.	[illegible] আহমেদ	প্যানেল মেয়র-2 কাউন্সিলর-১৩	01711-809022	27/11/23
৪.	এ্যাড. মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	প্যানেল মেয়র-৩ কাউন্সিলর	01711-236923	27/11/23
৫.	আসমত্তারা বেগম	[illegible]	01727327986	27.11.23
৬.	মো: ইসমাইল শওকত	পরিচালক স্থানীয় সরকার	01737601133	27.11.23
৭.	জান্নাতুল আফরোজ স্বর্ণা	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট		27/11/23
৮.	অধ্যাপক ডা: আলমগীর কবির	[illegible]	01715568361	
৯.	নুরুল ইসলাম মনু	বীর মুক্তিযোদ্ধা-	01711170212	
১০.	ফাহিম রহমান রাফি	[illegible], SNV	01303140999	
১১।	শেখ তৌহিদুল ইসলাম [illegible]	প্রাক্তন [illegible]	01711899610	
১২।	মো: মনিরুজ্জামান রহিম	[illegible]	01711-385173	
১৩।	[illegible]	[illegible]	01720661840	
১৪।	কাজী ফরিদ আহম্মদ	সহ. অধ্যাপক	01718-868191	
১৫	মো: আব্দুর রকিব	সহ: কর: অফিসার	[illegible]	
১৬	মো: [illegible] হাসান (সোহাগ)		[illegible]	

D:\Current File\Durnity\Hajira.Docx

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ...

....

....

সভা/কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৭.	ডা. মো. মোশাররফ বিশ্বাস	VO, KCC	01717259515	[signature]
১৮.	কাজী মোহাম্মদ শামসুল হক	প্রকল্প কর্মকর্তা প্রদীপ ফাউন্ডেশন	01733337158	[signature]
১৯.	এম. এম. নজরুল ইসলাম সভাপতি খুলনা প্রেস ক্লাব	সভাপতি	01766686062	[signature]
২০.	ডাঃ স্বপন কুমার হালদার	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কেসিসি	01920002184	[signature]
২১.	মোঃ আনিসুর রহমান	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	01711981551	[signature]
২২.	শেখ আবু হাসান	প্রাক্তন প্রধান [illegible]	01713400705	[signature]
২৩.	মশিউজ্জামান খান	প্রধান পরিকল্পনাবিদ কেসিসি	01922852694	[signature]
২৪.	মোঃ লিয়াকত হোসেন	সভাপতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	01719-022012	[signature]
২৫.	মো: আব্দুল আজিজ	SE(M) KCC	017-111-32992	[signature]
২৬.	আসিফ আহমেদ	National consultant WHO	01766672092	[signature]
২৭.	রেজবিন খানম	স্থপতি, কেসিসি	01911-747234	[signature]
২৮.	মোঃ ফেরদৌস হাসান	সহকারী তথ্য অফিসার পিআইডি খুলনা	01916103738	[signature]
২৯.	নূরুন্নাহার প্রামানিক	[illegible] অফিসার	~~01925220386~~ 01973102070	[signature]
৩০.	মো: মনিরুজ্জামান	SAE(P) KCC	01939-228449	[signature]
৩১.	মো: মিজানুর রহমান	AITM	01740028492	[signature]
৩২.	শেখ হাসান শফিকুল হক	আর্বান প্ল্যানার	01718406038	[signature]

D:\Current File\Durnity\Hajira.Docx

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ..

....

....

সভা/কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
৩৩.	নিশাত তাসনিম	ATP	01633-503895	[signature]
৩৪.	মোল্লা মাসুদ রশীদ	AEO	01711973034	[signature]
৩৫.	মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম	MT	01727840966	[signature]
৩৬.	তপন কুমার নন্দী	CT	01712744184	[signature]
৩৭	এস কে এম জাহিদুজ্জামান	নির্বাচিত স্বাস্থ্য কমিটি ইঞ্জিনিয়ার, কেসিসি	01711575255	[signature]
৩৮.	বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ	সভাপতি - হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ খুলনা	০১৭১১৬৬২২৬৮	[signature]
৩৯.	মো: রিপন হাওলাদার	সহ-সভাপতি রূপসা CDC ক্লাস্টার ২২ নং ওয়ার্ড	01911609654	[signature]
৪০.	ক কাইয়া খালিদা	ক টাউন CDC ক্লাস্টার সভাপতি	01956140956	[signature]
৪১.	রাজেয়া খাতুন	সিডিসি টাউন ফেডারেশন	01939117096	[signature]
৪২.	রিতা আলম	নবসজ্জা ক্লাস্টার চেয়ারপার্সন ২৯ নং ওয়ার্ড	01770535959	[signature]
৪৩.	হোসনেয়ারা বানু শিউলী	গড়াই CDC ক্লাস্টার সভাপতি ১৭ নং ওয়ার্ড	01711309563	[signature]
৪৪.	এস এম জাহিদ হোসেন	বাসস, খুলনা ব্যুরোচীফ ও সদস্য CLCC	01716241755	[signature]
৪৫.	মাসুদ মাহমুদ	[illegible]	০১৭১২৫৩০৩৭৮	[signature]
৪৬.	মো: কামরুল ইসলাম বাবলু	সাংগঠনিক ... বাংলাদেশ ... [illegible]	০১৭১২২৬৮৪১০৮	[signature] 27/11/23
৪৭.	মো: এনামুল হক বাচ্চু - আঞ্চলিক ... এজেন্সি, খুলনা	সাধারণ সম্পাদক	01711-310269	[signature] ২৭/১১/২৩
৪৮.	সুমন কুমার গুহ নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর	নির্বাহী পরিচালক রূপান্তর	01711345175	[signature] ২৭/১১/২৩

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ...

....

....

সভা/কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
৪৯,	হুমায়ুন কবির ববি	সভাপতি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনা	0১৭১১১৮৪২২০	[signature]
৫০.	শরীফ আতিকুজ্জামান	অধ্যক্ষ সরকারি সিটি কলেজ	01711570781	[signature]
৫১.	মোঃ মিজানুর রহমান	ACO, KCC	01717-007705	[signature]
৫২,	[illegible]	সহকারী [illegible]		[signature]
৫৩,	মোঃ মুনজুর হোসেন	[illegible]	01815[illegible] 01715548274	[signature]
৫৪,	মোঃ আরিফুল ইসলাম [illegible]	[illegible]	01705228142	[signature]
৫৫.	শেখ আব্দুস সালাম	[illegible]	27/11/23	[signature]
৫৬.	নবজিৎ বাইন	[illegible]	01993-310509	[signature]
৫৭,	মোঃ [illegible]	উচ্চমান সহকারী [illegible]	01712017[illegible]	[signature]
৫৮,	মোঃ আবু হাসান	ওয়ার্ড সচিব [illegible]	01830-288193	[signature]
৫৯	[illegible]	UD	01730-967944	[signature]
৬০	কাজী [illegible] হোসেন	[illegible]	01714493881	[signature]
৬১।	[illegible]	[illegible]	01[illegible]	[signature]
৬২।	রুবাইয়া [illegible]	অফিস সহকারী	01[illegible]	

D:\Current File\Durnity\Hajira.Docx

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪
বিষয় ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) সভা ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (CLCC) সভা
জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন
আয়োজনে ঃ খুলনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪
বিষয় ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) সভা ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (CLCC) সভা
জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন
আয়োজনে ঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন